



স্কুল ডায়েরী

শিক্ষাবর্ষ : ২০২২



স্বামী বিবেকানন্দ অ্যাকাডেমি মালদা

বিবেকনগর, পোঃ বলঝালিয়া, মালদা
পশ্চিমবঙ্গ - ৭৩২১০২



Recognition No. 988-SE/S/3S-21/17 Date : 10-11-2017
3S - 105 /15

Mobile : 73630 48705 / 73630 48704 / 94341 16803

Email : sva.info.new@gmail.com website : www.swvam.in

স্বামী বিবেকানন্দ অ্যাশাডেমি মালদা

বিবেক নগর, পোঃ বালবালিয়া, মালদা, পশ্চিমবঙ্গ - ৭৩২১০২

এস. আর. জে. বি. মেমোরিয়াল ট্রাস্টের একটি উদ্যোগ

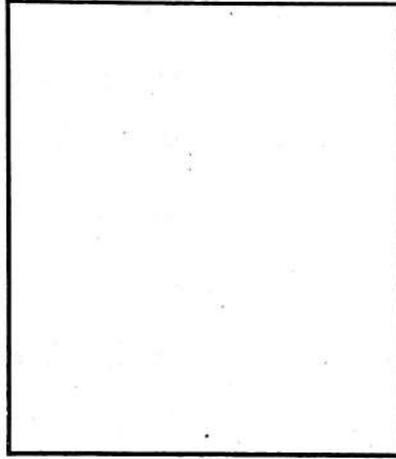
Registration no-611/1/(7)-SE (EE) RTE - 92/2016/P-V, Date : 9 SEP 2016

Mobile : 91972 30793 / 03512 223479

Email : sva.info.new@gmail.com website : www.swvam.in

Index No : **R1 - 269** Affiliation No..... Date.....

শিক্ষাবর্ষ : 2022



শিক্ষার্থীর ছবি

নাম :

শ্রেণী : ক্রমিক নং : বিভাগ :

অভিভাবকের নাম :

বাসস্থানের ঠিকানা :

ফোন নং : শিক্ষার্থীর জন্ম তারিখ

ভর্তির তারিখ :

স্কুল ডায়েরী



*"Each Soul is Potentially
divine"*

স্বামীজীর আহ্বান

“আমি ভারতবাসী, ভারতবাসী আমার ভাই। বল — মুর্থ ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী, ব্রাহ্মণ ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসী আমার ভাই সদর্পে ডাকিয়া বল — ভারতবাসী আমার ভাই, ভারতবাসী আমার প্রাণ, ভারতের দেবদেবী আমার ঈশ্বর, ভারতের সমাজ আমার শিশুশয্যা, আমার যৌবনের উপবন, আমার বার্ধক্যের বারণসী; বলভাই — ভারতের মৃত্তিকা আমার স্বর্গ, ভারতের কল্যাণ আমার কল্যাণ। আর বলো দিনরাত, হে গৌরীনাথ, হে জগদম্বা, আমায় মনুষ্যত্ব দাও; মা আমার দুর্বলতা, কাপুরুষতা দূর করো; আমায় মানুষ করো।”

— স্বামী বিবেকানন্দ

**SWAMI VIVEKANANDA ACADEMY (HIGH SCHOOL)
WBBSE INDEX NO - R1 - 269**

MESSAGE FROM THE TRUST

Bringing back childhood to our kids is a big challenge. Today's children are marks scoring machines. They seldom get opportunity to cultivate noble and high ideas. Lack of games and sports eats into their vitality. SWAMI VIVEKANANDA ACADEMY wants to reverse this trend. It makes all possible arrangements so that students can learn with pleasure, grasp their health and mind. Through games and sports they become disciplined and responsible citizens of the future.

Each soul is potential divine. Aim of SWAMI VIVEKANANDA ACADEMY is to nourish and enrich all its students in such a manner so that they can manifest the divinity within. We do not commit any shortcut way to success. On the contrary our focus is on overall capacity building of individual students so that they can take on all the challenges in real life. This is the guiding philosophy of this school.

The school follows WBBSE curriculum which emphasizes upon Continuous and Comprehensive Evaluation (CCE) and all round development of the child. Co-curriculum activities are given equal importance. The school has experienced and qualified staff to serve the students in particular and the society in general.

SWVAM is committed to uphold the flag of academic excellence and we are confident that the students of our school may compete with their peers from any others schools in future. We aim at holistic education to bring up each children as confident and sensitive individual so that he/she can play a pivotal role in transforming our pluralistic societies to the best of his/her abilities.

Parents co-operation is very vital component of schooling and we take this opportunity to sincerely thank the Parents/Guardians who have shown faith in us by admitting their wards and to those who are very soon going to be an integral part of it.



Mr. Gopal Chandra Sarkar

Chairperson

SRJB Memorial Trust

SUSHILA ROHIT JYOTSNA BIREN MEMORIAL TRUST (SRJB)

TRUSTEES

- | | |
|-----------------------------|-------------|
| 1. Sri Gopal Chandra Sarkar | Chairperson |
| 2. Sri Sunil Kumar Sarkar | Trustee |
| 3. Sri Monotosh Das | Trustee |
| 4. Sri Sisir Das | Trustee |
| 5. Smt. Lipi Sarkar | Trustee |
| 6. Ms. Konika Das | Trustee |
| 7. Sri Paritosh Chandra Das | Trustee |
| 8. Sri Anjan Kumar Das | Trustee |

জাতীয় সঙ্গীত

(১)

জনগণমন - অধিনায়ক জয় হে ভারত ভাগ্যবিধাতা ।
পাঞ্জাব - সিন্ধু - গুজরাট - মারাঠা - দ্রাবিড় উৎকল বঙ্গ,
বিন্ধ্য হিমাচল যমুনা - গঙ্গা - উচ্ছল - জলধিতরঙ্গ
তব শুভ নামে জাগে তব শুভ আশিস মাগে
গাহে তব জয় গাথা ।

জনগণমঙ্গলদায়ক জয় হে, ভারত ভাগ্যবিধাতা ।
জয় হে, জয় হে, জয় হে, জয় জয় জয়, জয় হে ।

— রবীন্দ্র নাথ ঠাকুর

(২)

বন্দেমাতরম্
সুজলাং সুফলাং মলয়জশীতলাম্
শস্যশ্যামলাং মাতরম্ ।
শুভ্র জ্যোৎস্না পুলকিতযামিনীং
ফুল্ল কুসুমিত - দ্রুমদল শোভিনীং
সুহাসিনীং সুমধুর ভাষিনীং
সুখদাং বরদাং মাতরম্ ।
বন্দেমাতরম্ ।

— বঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

প্রার্থনা

(১)

অন্তর মম বিকশিত করো অন্তরতর হে —
নির্মল করো, উজ্জ্বল করো, সুন্দর করো হে ॥
জাগ্রত করো, উদ্যত করো, নির্ভয় করো হে ॥
মঙ্গল করো, নিরলস নিঃসংশয় করো হে ॥
যুক্ত করো হে সবার সঙ্গে, মুক্ত করো হে বন্ধ ॥
সঞ্চার করো সকল কর্মে শান্ত তোমার ছন্দ ॥
চরণপদ্মে মম চিত নিষ্পন্দিত করো হে ॥
নন্দিত করো, নন্দিত করো, নন্দিত করো হে ॥

(২)

বিশ্বপিতা তুমি হে প্রভু
আমাদের প্রার্থনা এই শুধু
তোমারি করুণা হতে বঞ্চিত না হই কভু
এ আকাশ - বাতাস এই নদ-নদী
এ-সাগর পাহাড় বনাণী
ফুলে ফলে রঙে রসে
ভরে ভরে দিয়েছ যে দানি ।
সত্যের দ্বীপ চোখে জ্বালিয়ে
আঁধারের রাত যাব পেরিয়ে
ভরিব ধরণী
হাসিতে প্রেমে আর গান দিয়ে ।

“জগতের সমুদয় ধনরাশির চেয়ে ‘মানুষ’ হচ্ছে বেশি মূল্য বান”
— স্বামী বিবেকানন্দ

আমাদের গান

(১)

আগুনের পরশমণি ছোঁয়াও প্রাণে।
এ জীবন পুণ্য করো দহন-দানে।
আমার এই দেহখানি তুলে ধরো,
তোমার ওই দেবালয়ের প্রদীপ করো
নিশিদিন আলোক - শিখা জ্বলুক গানে।
আগুনের পরশমণি ছোঁয়াও প্রাণে।
আঁধারের গায়ে গায়ে পরশ তব
সারারাত ফোটাক তারা নব নব।
নয়নের দৃষ্টি হতে ঘুচবে কালো,
যেখানে পড়বে সেথায় দেখবে আলো
ব্যথা মোর উঠবে জ্বলে উর্ধ-পানে।

(২)

তুমি নির্মল কর মঙ্গল করে মলিন মর্ম মুছায়ে
তব পুণ্য কিরণ দিয়ে যাক মোর মোহ কালিমা ঘুচায়ে
মলিন মর্ম মুছায়ে।
লক্ষ্য শূন্য লক্ষ্য বাসনা ছুটিছে গভীর আঁধারে
(আমি) জানিনা কখন ডুবে যাবে কোন
অকুল গরল পাথারে।
আছ অনল অনিলে চির নভোনীলে
ভূ-ধর সলিলে গহনে
আছ বিটপীলতায় জলদের গায়
শশী তারকায় তপনে।
আমি দেখিনাই কিছু বুঝি নাই কিছু
দাও হে দেখায়ে বুঝায়ে।
মলিন মর্ম মুছায়ে।

(৩)

We shall overcome
We shall overcome
We shall overcome some day
Oh, deep in my heart
I do believe
We shall overcome some day.

আমরা করব জয়

আমরা করব জয়

আমরা করব জয় একদিন

ও বুকের গভীরে আছে প্রত্যয়

আমরা করব জয় নিশ্চয়

We are not afraid

We are not afraid

We are not afraid some day

Oh, deep in my heart

We do believe

We shall overcome some day

আমরা নই ভীত

আমরা নই ভীত

আমরা নই ভীত কোন দিন

এ বুক আছে গভীর প্রত্যয়

আমরা করব জয় নিশ্চয়।

“টাকায় কিছু হয় না, নামেও হয় না, যশেও হয় না, বিদ্যায়ও হয় না,
ভালবাসায় সব হয়” — স্বামী বিবেকানন্দ

স্বামী বিবেকানন্দ অ্যাকাডেমি মালদা

স্বামী বিবেকানন্দের শিক্ষাদর্শ অনুযায়ী শিক্ষার্থীদের বৌদ্ধিক বিকাশসহ সার্বিক বিকাশ সাধন ও চরিত্র গঠনে দ্রুতী। শিশু-কিশোর মনে আচার-আচরণ, নিয়ম-শৃঙ্খলার প্রভাব অপরিহার্য। তাই বিদ্যালয়ের জীবনে নিয়ম-শৃঙ্খলা ও আচরণ সম্পর্কিত নীচের নিয়মাবলী এই বিদ্যালয়ে পাঠরত প্রত্যেক শিক্ষার্থীর অবশ্য পালনীয়।

সাধারণ আচরণবিধি ও জ্ঞাতব্য বিষয়

- ১। প্রাত্যহিক সমবেত প্রার্থনার প্রত্যেক ছাত্রের অংশগ্রহণ আবশ্যিক। প্রতিদিন সকাল ১০.১৫ মিনিটে সতর্কীকরণ ঘণ্টা পড়ে এবং তারপরই প্রার্থনা আরম্ভ হয়। সমবেত প্রার্থনার প্রারম্ভে, প্রার্থনা চলাকালীন সময়ে বা শেষে কোন রকম কথা বলা নিষিদ্ধ।
- ২। বিদ্যালয়ের জন্য নির্দিষ্ট পোশাক, ব্যাজ ও পরিচয় পত্র পরিধান করা এবং নখ ও চুল ছোট করে কাটা আবশ্যিক। অন্যথায় শ্রেণীকক্ষে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হয় না।
- ৩। প্রতি শিক্ষাবর্ষে বিদ্যালয়ের পত্রিকা প্রকাশ করা হয়। পত্রিকা / দেওয়ান পত্রিকা প্রকাশে প্রত্যেক শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণ বাঞ্ছনীয়।
- ৪। প্রতিদিন বিদ্যালয়ে 'স্কুল রেকর্ড বুক' সঙ্গ করে আনা বাধ্যতামূলক। ছাত্রদের বিভিন্ন কার্যাবলী শিক্ষক মহাশয়েরা রেকর্ড বুক-এ লিখে অভিভাবকদের জানান।
- ৫। বিনা প্রয়োজনে শ্রেণীকক্ষের বাইরে যাওয়া, অশোভন আচরণ করা, দৌড়-কাঁপ-চিৎকার-চৈচামেচি করে বিদ্যালয়ের শান্ত সুন্দর পড়াশোনার পরিবেশ নষ্ট করা এবং বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া ছুটির ঘণ্টার পূর্বে শ্রেণীকক্ষ পরিত্যাগ করা নিষিদ্ধ। তবে বিশেষ প্রয়োজনে ছুটি ঘণ্টার পূর্বে শ্রেণীকক্ষ ত্যাগ করতে হলে প্রধান শিক্ষক মহাশয়ের অনুমতি নেওয়া দরকার।
- ৬। কুইজ, বিতর্ক, তাৎক্ষণিক বক্তৃতা, চিত্রাঙ্কন প্রভৃতি প্রতিযোগিতা এবং যে কোনো সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ প্রত্যেক শিক্ষার্থীর পক্ষে আবশ্যিক।
- ৭। বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত সমস্ত অনুষ্ঠান, যথা বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা দিবস ও স্বামীজীর জন্মদিবস, নেতাজীর জন্মদিবস, প্রজাতন্ত্র দিবস, রবীন্দ্রজয়ন্তী, স্বাধীনতা দিবস প্রভৃতি অনুষ্ঠানে ছাত্রদের উপস্থিতি বাধ্যতামূলক। কোনো অজুহাতেই এই অনুষ্ঠানগুলিতে অনুপস্থিত থাকা উচিত নয়।
- ৮। বিদ্যালয়ের ভিতরে বা বাইরে বিদ্যালয়ের সুনাম বাতে অক্ষুন্ন থাকে সে বিষয়ে প্রত্যেক শিক্ষার্থীর সচেতন ও সতর্ক হওয়া প্রয়োজন।
- ৯। বিদ্যালয়ে কোনো ভাবেই মোবাইল ফোন আনা যাবে না।
- ১০। স্কুল থেকে দেওয়া বাড়ির কাজ যথা সময়ে এবং নির্দিষ্ট দিনে করে আনতে হবে।
- ১১। পরীক্ষা চলাকালীন যে কোনো অসদাচরণের জন্য কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
- ১২। বাৎসরিক পরীক্ষায়, খেলাধুলায়, বিভিন্ন অনুষ্ঠানাদিতে বা যে কোন প্রতিযোগিতার কৃতিত্বের জন্য প্রতি বৎসর পুরস্কার প্রদান করা হয়। নৈতিক চরিত্র, সদাচার ও বিশেষ কৃতিত্বের জন্যও শিক্ষার্থীদের পুরস্কৃত করা হয়।
- ১৩। বিদ্যালয়ের যে কোনো অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকা বাধ্যতামূলক।

১৪। পরীক্ষার দিন ছাড়া অন্য দিন কোনরকম ধাতব স্কেল, কম্পাস, সূচালো বস্তু অথবা শিক্ষার্থীরা আঘাত পেতে পারে এরকম কিছু আনা চলবে না।

বিদ্যালয়ের পোশাক-পরিচ্ছদের বিবরণ ও নিয়মাবলী

বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের নির্দিষ্ট পোশাক পরিধান করে বিদ্যালয়ে উপস্থিত হওয়া বাধ্যতামূলক। অন্যথায় বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে প্রবেশ নিষিদ্ধ। বিদ্যালয়ে 'পরিচয় পত্র' পরিধান পোশাকের অপরিহার্য অঙ্গ। শীতকালে নির্ধারিত নীল রংয়ের পশমী সোয়েটার বিদ্যালয় পোশাক হিসাবে অনুমোদিত। পরীক্ষার-পরিচ্ছন্ন পোশাক ব্যবহার করা বাঞ্ছনীয়। কালো রংয়ের জুতো (ছেলেদের ক্ষেত্রে ফিতে বাধা) ব্যবহার বাধ্যতামূলক।

বৃহস্পতি ও শনিবার দিন শিক্ষার্থীরা বিদ্যালয় নির্ধারিত স্পোর্টস/হাউজ ড্রেস পড়বে। তবে শনিবার দিন পরীক্ষা থাকলে বিদ্যালয়ের পোশাকে আসতে হবে।

পরীক্ষা সংক্রান্ত নিয়মাবলী

- ১। প্রতি শিক্ষাবর্ষে তিনটি পরীক্ষা নেওয়া হয় 1st Summative Evaluation, 2nd Summative Evaluation & 3rd Summative Evaluation প্রত্যেক শিক্ষার্থীর এই তিনটি পরীক্ষা দেওয়া আবশ্যিক। এই তিনটি পরীক্ষায় প্রাপ্ত মোট নম্বরের ভিত্তিতেই বাৎসরিক পরীক্ষার ফলাফল নির্ধারণ করা হয়। শারীরিক অসুস্থতার জন্য বা বিশেষ কোনো কারণে কোনো পরীক্ষায় বসতে না পারলে পূর্বেই বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে জানাতে হয়। এইক্ষেত্রে অন্যান্য পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বর অথবা বিশেষ পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতেই ফলাফল নির্ধারিত হয়।
- ২। ভারতীয় সংস্কৃতি ও নৈতিক শিক্ষাকে একটি অবশ্যপাঠ্য বিষয় রূপে গণ্য করা হয়।
- ৩। বিদ্যালয়ে শতকরা ৮০ দিন উপস্থিত হতে না পারলে পরীক্ষায় বসতে দেওয়া হয় না।

ডায়েরীর ব্যবহার

- ১। শিশু যখন বিদ্যালয়ে আসবে - সাধারণ পঠন-পাঠনের দিন, পরীক্ষার দিন এবং নানা অনুষ্ঠানের দিন সব সময়েই স্কুল ডায়েরীটি সঙ্গে নিয়ে আসবে।
- ২। বিদ্যালয় থেকে অভিভাবকদের কিছু জানানোর থাকলে নির্দিষ্ট পৃষ্ঠায় জানিয়ে দেওয়া হবে। অভিভাবক সেটি পড়ে শেষে স্বাক্ষর করবেন।
- ৩। গরমের ও পূজার ছুটির কাজ ডায়েরীর মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হবে। অভিভাবকরা সেখানে প্রয়োজনে মন্তব্য লিখতে পারেন। প্রয়োজনে পরবর্তী নির্দিষ্ট পৃষ্ঠায় মন্তব্য লিখে শিশুদের দিয়ে তা শ্রেণী শিক্ষক-শিক্ষিকাকে জানাবেন।

অভিভাবকদের জ্ঞাতব্য নিয়মাবলী

- ১। বিদ্যালয়ের পোশাক ২ সেট তৈরী করতে হবে। নার্সারী শ্রেণীর শিশুদের ব্যাগে একটি সাধারণ জামা প্যান্ট দিতে হবে। লোয়ার কেজি ও আপার কেজি শ্রেণীর শিশুদের ক্ষেত্রে যাদের প্রয়োজন মনে হবে তারা শিশুর একটি সাধারণ জামা-প্যান্ট বিদ্যালয়ে জমা দিতে পারবেন।

- ২। কোন বিজ্ঞপ্তি ডায়েরীতে / হোয়াটস্ অ্যাপ্ এ দেওয়া হয়েছে কিনা তা অভিভাবকেরা অবশ্যই প্রতিদিন দেখে নেবেন।
- ৩। কোন সংক্রামক রোগ যেমন — হাম, বসন্ত ইত্যাদিতে শিশু আক্রান্ত হলে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে জানাতে হবে এবং শিশু চিকিৎসকের পরামর্শ মতো বিদ্যালয়ে আসবে।
- ৪। অভিভাবকের ঠিকানা বা টেলিফোন নম্বর পরিবর্তিত হলে বিদ্যালয়ে জানাতে হবে।
- ৫। বিদ্যালয় চলাকালীন অনিবার্য কারণে শিশুকে বাড়ি নিয়ে যেতে হলে অভিভাবকের বিদ্যালয়ে আসা প্রয়োজন।
- ৬। কোন কারণে 'স্কুল ডায়েরী' হারিয়ে গেল ৫০ টাকা দিয়ে পুনরায় 'স্কুল ডায়েরী' নিতে হবে।
- ৭। প্রত্যেক মাসে ০৭ তারিখের মধ্যে নির্ধারিত ব্যাঞ্চে মাসিক বেতন ও গাড়ি ভাড়া জমা দিতে হবে। AC Payee Cheque এর মাধ্যমে প্রতি মাসের ৫ তারিখের মধ্যে বিদ্যালয়েও এই টাকা জমা দেওয়া যাবে। ১৫ তারিখের মধ্যে জমা রসিদ বিদ্যালয়ে জমা দিতে হবে।
- ৮। টাকা জমা দিতে দেরি হলে নির্ধারিত হারে ফাইন দিতে হবে। পর পর তিন মাস বেতন বকেয়া থাকলে শিক্ষার্থীর নাম কেটে দেওয়া হবে। এক্ষেত্রে সিকিউরিটি ডিপোজিট বাজেয়াপ্ত হবে।
- ৯। শিক্ষক-শিক্ষিকা বা কোন বিদ্যালয় কর্মীকে কখনই কোন উপহার দেওয়া যাবে না। ছাত্রছাত্রীদের তাদের জন্মদিন ইত্যাদিতে কোনরকম উপহার / খাবার আনা চলবে না। অনাবশ্যক সাজগোজ বা আড়ম্বর বর্জনীয়।
- ১০। বিশেষ পরিস্থিতিতে উল্লিখিত নিয়মগুলির পরিবর্তন বা সংযোজন হতে পারে।
- ১২। শিক্ষার্থীর পড়াশোনা, পরিবহন ইত্যাদি বিষয়ে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সবসময়ই যত্নবান থাকবে। তবে কোন কারণে কখনও সাময়িক সমস্যা হলে অভিভাবকদের সহযোগিতা প্রার্থনীয়।

বিদ্যালয়ে যাতায়াত সংক্রান্ত নিয়মাবলী

- ১। সারা বছরের জন্য গাড়ির ব্যবস্থা থাকবে। গাড়ি বন্ধ করতে হলে অন্ততঃ ৩০ দিন আগে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে জানাতে হবে। ছুটির মাসেও 'স্কুল গাড়ির টাকা' দিতে হবে। গাড়ি সম্পর্কিত কোন অভিযোগ থাকলে অভিভাবকগণ বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে জানাবেন।
- ২। শিক্ষার্থীকে নির্ধারিত সময়ে গাড়ি ধরতে হবে। দেরি হলে নিজ দায়িত্বে বিদ্যালয়ে পৌঁছাতে হবে। ফেরার সময়েও কোন কারণে অভিভাবকদের দেরি হলে শিক্ষার্থীকে সিটি অফিস (১ নং গভঃ কলোনী) থেকে নিয়ে যেতে হবে।

“বিশ্বাস, বিশ্বাস, বিশ্বাস - নিজের উপর বিশ্বাস - ঈশ্বরে বিশ্বাস
-ইহাই উন্নতি লাভের একমাত্র উপায়। যদি তোমার পুরাণের তেত্রিশ কোটি
দেবতার এবং বৈদেশিকেরা মধ্যে মধ্যে যে সকল দেবতার আমদানি করিয়াছে,
তাহার সবগুলিতেই বিশ্বাস থাকে, অথচ যদি তোমার আত্মবিশ্বাস না থাকে তবে
তোমার কখনই মুক্তি হইবে না।”

— স্বামী বিবেকানন্দ

ছাত্র-ছাত্রী সম্পর্কে আলোচনার জন্য মাননীয় অভিভাবককে আমন্ত্রণ

মাননীয় মহাশয় / মহাশয়া,

নীচে নির্দিষ্ট দিন ও সময়ে প্রধান শিক্ষক মহাশয়ের সঙ্গে বিদ্যালয়ে দেখা করার জন্য অনুরোধ জানানো হচ্ছে। শুভেচ্ছা ও নমস্কারান্তে,

তারিখ তারিখ তারিখ

তারিখ তারিখ তারিখ

তারিখ তারিখ তারিখ

প্রধান শিক্ষক

যে সমস্ত অনুষ্ঠানে শিক্ষার্থীর যোগদান আবশ্যিক

অনুষ্ঠান	উপস্থিত / অনুপস্থিত	শ্রেণী শিক্ষকের স্বাক্ষর
বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা দিবস ও স্বামীজির জন্মদিবস / নবীন বরণ		
নেতাজীর জন্মদিবস		
প্রজাতন্ত্র দিবস		
বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা		
সরস্বতী পূজা		
রবীন্দ্রজয়ন্তী		
স্বাধীনতা দিবস		
শিক্ষক দিবস		
বার্ষিক পুরস্কার বিতরণ উৎসব		
বার্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান		
আগমনী উৎসব, দোল উৎসব, বর্ষবরণ, রাখিবন্ধন।		

স্কুল ডায়েরী



 **SBI Payments**

MERCHANT NAME: SWAMI VIVEKANANDA ACADEMY HIG

UPI ID: SWAMIVIVEKANANDASRJB@SBI

SCAN & PAY



BHIM
 **SBI Pay**

BHIM | **UPI**
BHARAT INTERFACE FOR MONEY | UNIFIED PAYMENTS INTERFACE